মেহেরপুরে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোযাম্মেল আজমকে জেলা প্রেস ক্লাবের সংবর্ধনা

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, এক জনমে কত কাজ করা যায় সেটা সাংবাদিক তোযাম্মেল আজম করে দেখিয়েছেন। সাহিত্য চর্চার জন্য প্রিন্ট পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোযাম্মেল আজম সেই সময়ে প্রিন্ট পত্রিকা প্রকাশ করে সেটিও দেখিয়েছেন। ৯০ দশকে সৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তোযাম্মেল আজম তার লেখনি দিয়ে বিরাট সাড়া ফেলেছিলেন। কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেননি তিনি। কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে নয়, কাজ করেছেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে। বসুন্ধরা মিডিয়া কর্তৃক এ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় মেহেরপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোযাম্মেল আজমকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব কর্তৃক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহাবুবুল হক মন্টু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা ইয়াসমিন, সাংবাদিক আবু নাসের চৌধুরী, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, হারুন অর রশিদ রবি, আকতারুজ্জামান।

সংবর্ধিত সাংবাদিক তোযাম্মেল আজম বলেন, এই প্রাপ্তি শুধু আমার একার নয়, এই প্রাপ্তি মেহেরপুর জেলাবাসীর। তিনি মেহেরপুরের সাংবাদিকসহ বসুন্ধরা মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বসুন্ধরা মিডিয়া গ্রুপ, সারা বাংলাদেশের ৬১ জন জৈষ্ঠ সাংবাদিককে সম্প্রতি সংবর্ধিত করেন। মেহেরপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোযাম্মেল আজম এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা থেকে নির্বাচিত হন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এদের মধ্যে সিআর মামলায় ৩ জন, ১৫১ ধারায় ১ জন মাদক মামলায় ১ জন। পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে এসব আসামী গ্রেফতার হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ সিআর মামলায় ১ ও মাদক মামলায় ১ জনসহ ২ জন, সদরে ১৫১ ধারায় ১ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জনসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১১ জুন) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা যৌথবাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রেস বিফ্রিং

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং চলমান আন্দোলন ও পরবর্তীতে কর্মসূচীগুলো গ্রহণের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যৌথবাজার ব্যবসায়ী সমিতি প্রেস বিফ্রিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেলা হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নিজ কার্যালয়ে এ প্রেস বিফ্রিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস বিফ্রিং এ বক্তব্য রাখেন জেলা ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু।

এসময় তিনি বলেন, ২০০৬ সালে মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্পে মসজিদ কমিটিকে ২৫ টি দোকান বাবদ ২ লাক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয় যার রশিদ সহ সমস্ত প্রমাণ আছে তাই কোন ভাবেই এগুলো অবৈধ দোকান হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যার ঘর নাই তাকে ঘর তৈরি করে দেওয়া কিন্তু মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা ঘরছাড়া হলেন। তারা বলছেন অবৈধ দোকান কিন্তু জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ভাড়ার নোটিশ প্রদান এটি বিবেচনার বিষয়।

তিনি আরো বলেন, ব্যবসায়ীদের মোট ক্ষতি আনুমানিক ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এত ক্ষতি করাই অবিলম্বে আমরা এসিল্যান্ডের অপসরণ চাচ্ছি। আমাদের বর্তমান আন্দোলন ১২ তারিখ পর্যন্ত চলমান থাকবে। আমাদের পাঁচ দিনের যে কর্মসূচি ছিলো তাতে যদি কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে ১২ তারিখ রাতে জেলার সকল ব্যবসায় সমিতি আলোচনা করে ১ দফা আন্দোলনে আমরা যেতে বাধ্য হব। যেটি হবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অপসারণ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সহ সভাপতি মমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খোকন, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, ওয়াপদা মোড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এম. এ কুদ্দুস, সহ-সভাপতি আশিকুর রবিন, কাথুলী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ সাহেব আলী, সহ-সভাপতি তোফাজ্জেল, গাংনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ সাহাব্বুরর রহমান, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির দপ্তর সম্পাদক আবু হোসেন কাঁকন, নির্বাহী সদস্য মোঃ রাশেদ খান, কামরুজ্জামান পলাশ, মোঃ বিল্লাল হোসেন মিঠু প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন।

শিক্ষক-ছাত্রদের ভালবাসায় আবেগে আপ্লুত ১৯৯৮ সালের এস.এস.সি ব্যাচ

বন্ধুদের সাথে আড্ডা, খুনসুটি, শিক্ষকদের আদর ভালোবাসা, স্নেহ আর শাসন এই নিয়েই তো স্কুল জীবন। ছোট্ট বেলার সেই স্মৃতি ভূলতে পারেই বা কয়জন। জীবনের একটি সময় জীবিকার তাগিদে সবাইকে যেতে হয় কর্ম জীবনে। দায়িত্ব নিতে হয় পরিবারের। হয়তোবা বন্ধুগুলো চেখের আড়াল হয়, তাই বলে কি তাদের ভূলে থাকা যায়।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুরের জেলা পরিষদের হলরুমে মিলিত হয়েছিলো মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের এস.এস.সি ১৯৯৮ সালের ব্যাচের বন্ধু ও শিক্ষকরা। সাথে ছিলো আগের ব্যাচের একজন বড় ভাই। হাসি, আড্ডা আর স্মৃতিচারণে কিভাবে যে পার হলো দু’টি ঘন্টা তা হয়তো কেউই টেরই পাননি।

শিক্ষকদের আবেগঘন স্মৃতিতে কিছুক্ষনের জন্য হলেও সবাই ফিরে গিয়েছিলো শৈশবের স্মৃতিমাখা দিনগুলোতে। তৈরি হয়েছিলে এক আবেগঘন পরিবেশের। যেখানে শিক্ষকরা তুলে ধরলেন স্কুল জীবনের শাসন আর ভালোবাসা গল্পগুলো।

তাদের হাতে গড়া ছাত্রগুলো যে আজ কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের শিক্ষক। কেউবা ব্যবসায়ী আর কেউবা রয়েছে সাংবাদিকতায়। তাদের নিয়ে গর্বের শেষ নেই শিক্ষকদের। তবে এখনও যে সব ছাত্র পিছিয়ে রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন শিক্ষকরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষক ও স্কুল জীবনের বড় ভাইদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় ১৯৯৮ এস.এস.সি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। পরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ ব্যাচের ছাত্র, মুন্সী রাশেদুল হক সজিব। সঞ্চালনা করেন মীর দানিয়েল হোসেন রনি।

বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আনিসুজ্জামান, সিনিয়র শিক্ষক আব্দুল মান্নান, এস.এস.সি ১৯৯৭ সালের সভাপতি ও এন.আই.সি.ভি.ডি এর কার্ডিও লজিস্ট ডাঃ মোঃ কাজল আলী।

পরে ১৯৯৮ সালে এস.এস.সি ব্যাচের নব নির্বাচিত কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, চ্যানেল ২৪ এর সেরা প্রতিবেদক হওয়ায় স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও এশিয়ান টেলিভিশনের সেরা সংবাদদাতা হওয়ায় মিজানুর রহমান জনিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার পরিবারকে অবমাননাকর মন্তব্য করায় প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা।

শুক্রবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন।

এছাড়াও এসময় জেলা ইমাম সমিতির প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওহাব, ইদ্রিস আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নবীকে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ

মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নওপাড়া গ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার বিচার ও ভারতীয় সকল পণ্য বর্জনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয় ভাটপাড়া ও নওপাড়া গ্রামবাসী।

শুক্রবার দুপুরে জুম্মাার নামাজের পর ভাটপাড়া ফূটবল মাঠ থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম জাহিদ আল হাবিবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ধলা জামে মসজিদের ইমাম মোঃ কারউল ইসলাম,ষোলমারি জামে মসজিদের ইমাম হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী, ভিটাপাড়া জামে মসজিদের ইমামম ফিরোজ আহাম্মেদ প্রমুখ।

বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার প্রতিকৃতিতে জুতা স্যান্ডেল নিক্ষেপসহ বিচার দাবী করা হয় এবং ভারতীয় পন্য বর্জনের ঘোষনা দেন বিক্ষোভকারীরা। সেই সাথে সরকারি ভাবে প্রতিবাদের দাবী জানানো হয়।

কোর্ট মসজিদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করায় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত করেছে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে কোর্ট মসজিদ মার্কেটের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এ বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, সহ সভাপতি মোমিন, সদস্য রাশেদ,মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক শহরের কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া, নির্যাতন চালানো ও ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং সাংবাদিকগণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনে গত বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের অপসারণের দাবি ও মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঘোষিত কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত করেন তারা। এছাড়াও ১১ জুন শনিবার সকাল ১১ টায় ২৫ মিনিট কালো পতাকাসহ দোকান বন্ধ রাখা, ১২ জুন রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় কাফনের কাপড়সহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১২ জুন তারিখের সমাধান না হলে ১৩ জুন থেকে আমরণ অনশনসহ হরতালের ডাক দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন। এতে প্রায় ২৫-৩০ জন ব্যবসায়ীর পথে বসার উপক্রম হয়েছে।

মেহেরপুরের শিবপুরে সংঘর্ষে

দুইজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কবরস্থানের জায়গা জবরদখল থেকে মুক্ত করা নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে দুই জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন একই গ্রামের নইমুদ্দিনের ছেলে মসলেম (৫৫) ও গজলুর ছেলে সুজন (২২)। শুক্রবার দুপুরে শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শিবপুর কবরস্থানের ৬ কাঠা জায়গা বজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। এবিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর সাথে বজলুর রহমানের ঝামেলা চলে আসছে। সম্প্রতি কবরস্থানের উন্নয়নে একটি বরাদ্দ আসে। আজ বাদ জুম্মা বিষয়টি নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা হবার কথা।

আলোচনার শুরুতেই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এলাকাবাসী বজলুর রহমানের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং গ্রামের লোকজন গোরস্থানের সামনে সমবেত হতে শুরু করলে বজলুর নেতৃত্বে, গাজলু, হাসেম ও সুজন গ্রামবাসীর উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় সেখানে সংঘর্ষ বেধে যায়। এসময় ইটের আঘাতে মসলেম রক্তাক্ত জখম হয় ও সুজন আহত হয়। এসময় গোরস্থানের সামনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনীতে ১০ কেজি গাঁজাসহ কিশোর আটক

গাংনী থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজাসহ নাইম ইসলাম (১৯) নামের এক কিশোরকে আটক করেছে।

আটক নাইম ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মশাউড়া গ্রামের বাবর আলী ছেলে।

আজ শুক্রবার (১০ জুন) ভোর সাড়ে ৫ টার সময় গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের নাটনাপাড়া ঘাট এলাকা থেকে তাকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আশরাফ সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান চালান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মাদকের একটি বড় চালান সীমান্ত পেরিয়ে নাটনাপাড়া ঘাট হয়ে আসছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টীম সেখানে অবস্থান নেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে নাইম ইসলামকে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক নাইম ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে ৬২ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

র্যাপিড এ্যকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম অভিযান চালিয়ে ৬২ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী নিহাজ মন্ডল
(৫০) কে আটক করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুন) বিকালে গাংনী উপজেলার লক্ষীনারায়নপুর গ্রামে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক নিহাজ মন্ডল গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাসমহল গ্রামের কাদের মন্ডেল ছেলে। এসময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও দুটি সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি তারেক আল বান্নার নেতৃৃত্বে এ অভিযান চালান র্যাবের আভিযানিক দলটি।

র্যাব-৬, সিপিসি-২, গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার তারেক আল বান্না বলেন, গোপন সংবাদের মাধ্যমে খবর আসে গাংনী উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর গ্রাম এলাকায় মাদক কারবারীরা নেশা জাতীয়

মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাবের দলটি অভিযান চালায়।

জব্দকৃত আলামত ও গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এঘটনায় গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।